১৫-১২-১৬ প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন।

"মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - আমি হলাম আত্মা, আমি হলাম আত্মা এই অভ্যাসেই থাকো। শরীরের ভাবকে ভুলে যাও। কেবল এক ও একমাত্র শিববাবাকে লাগাতার স্মরণ করতে করতেই ঘরে ফিরতে হবে।"

প্রশ্ন :- কোন্ বাচ্চাদের প্রতি শিববাবা খুব করুণা হয় ?

উত্তর :- যে বাচ্চারা তাদের নিজেদের মূল্যবান সময়কে ব্যর্থ ভাবে অতিবাহিত করে, বাবার বাচ্চা হওয়া সত্ত্বেও বাবার কোনও সেবা করে না, তাদের প্রতিই বাবার খুব করুণা হয় । বাবা তাদেরকে বলেন - "আমার বাচ্চা যখন হয়েছো, তবে তো তোমাদেরকে প্রথম শ্রেনীর উন্নত আত্মা হয়ে দেখাতে হবে। তোমরা যে জ্ঞান-রত্ন পাচ্ছো, তা অন্যদেরও বিতরণ করো।"

গীত : তকদীর জাগাকর আই হুঁ .....)।
(নিজের সৌভাগ্যকে জাগিয়েই এসেছি.....)।

ওঁম্ শান্তি! বাবা যেমন জ্ঞানের সাগর, উঁনি ওনার বাচ্চাদেরও তেমনি সৃষ্টি-চক্রের আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান বোঝাতে থাকেন। তার সাথে চিত্রগুলির বিষয়-বস্তুর উপরেও খুব ভালভাবে বোঝাতে থাকেন। সিঁড়ির চিত্রের বিষয়-বস্তুর উপরে রাত-ভোর বাবার চিন্তন চলছিলো, যেহেতু এটাই সর্বশ্রেষ্ট চিত্র এবং এই চিত্রের ব্যাখ্যাটাই ভারতবাসীদের বোঝাতে হবে খুব ভাল ভাবে। শিববাবা স্বয়ং জ্ঞানের সাগর। আর এই ব্রহ্মাবাবাও জ্ঞানের তরঙ্গের ঢেউ দিতে থাকেন ওঁনার সাথে, একেই বলা হয় বিচার-সাগর মন্থন করা। বাচ্চারা তোমাদের মনেও এরকম কিছু কিছু বিচার-সাগর মন্থন চলতে থাকে। আবার কারও কারও বিচার সাগর মন্থন একদমই চলে না। কিন্তু প্রত্যেকেরই বুদ্ধিতে তা চলা উচিত। সিঁড়ির চিত্রেই সব চাইতে বেশী বিচার-সাগর চলে। মূল-বতনকে সর্ব্বোচ্চ স্থানে দেখাতে হবে। এই যে ৮৪ জন্মের ব্যাপার, তা তো কেবল স্থুল-বতনের জন্য। এই জ্ঞান বিনা কেউ এই সিঁড়ির চিত্র বানাতেই পারবে না। আর সেই জ্ঞান বাচ্চারা কেবল তোমাদের মধ্যেই আছে। তাই সিঁড়ির চিত্র বানাবার সময় তোমাদর বুদ্ধিতে তার বিচার-সাগর মন্থন চলতে থাকা দরকার। যা খুবই ভালো লক্ষণ। সর্ব্বোচ্চ স্থানে মূল-বতনকে রাখাটা কিন্তু আবশ্যিক। একথা তো বোঝানোই আছে, মূল-বতনে আত্মারা থাকে অতি ক্ষুদ্র তারার আকারে। এই মূল-বতনের পরেই আছে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরের পুরী, যাকে সূক্ষ্ম-বতন বলা হয়। সিঁড়ির চিত্রে যা দেখানো হয় - তা সম্পূর্ণ ভাবে ভারতকেই বোঝানো হয়। এই ভারতই একদা পবিত্র-পাবন ভূখন্ড ছিল, যা এখন এত পতিতে পরিণত হয়েছে। এসব কথাও লিখতে হবে সেখানে। অভাগা মানুষেরা তো এসবের কিছুই জানে না। যারা একদা পূজ্য ছিল - বর্তমানে তারাই পুজারী হয়েছে। একথাই তো কারও জানা নেই। তোমাদের মধ্যেও যারা ক্রমিকের উচ্চ-স্তরের কেবল তারাই তা জানে। এখন তো রাজধানী স্থাপনের প্রস্তুতি চলছে। তাই অনেকেই এখন পুরোদমে রীতি অনুসারে পুরুষার্থে ব্যস্ত। আমি আত্মা - এমনটা ভেবে শরীরকে যেমন ভুলে থাকতে হবে, তেমনি জাগতিক অন্য কিছুর দিকে না তাকিয়ে, যেমনটি জেনেছি - তাতে এটাই বোঝানো হয়েছে যে, কেবল মাত্র এটাই ভাবতে হবে- আমি আত্মা স্বরূপ। তবেই শরীরের ভাব চলে যাবে। যেমন বলা হয়ে থাকে, আপ মুয়ে মর গই দুনিয়া। অর্থাৎ এই পুরোনো দুনিয়া আর তার বৈভবকে ত্যাগ করা মানে একপ্রকারের মরে যাওয়া। আর সেক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের এই জাগতিক দুনিয়ার সুখ-দুঃখ, নিন্দা-স্তুতি, লাভ-লোকসান কোনও কিছুই প্রভাবিত হয়

না। শিববাবাকে স্মরণ করতে করতেই আপন ঘরে ফিরে যেতে হবে। আর তার জন্য প্রচুর পুরুষার্থের অভ্যাসও করতে হবে। সিঁড়ির চিত্রের উপর বোঝানোর সময় বোঝাতে হবে যে, এই ভারতেই যখন আদি সনাতন দেব-দেবী ধর্মের রাজত্ব ছিল, তখন কত সুখ-শান্তি-পবিত্রতা ছিল। এখন আবার মানুষেরা যখন এত দুঃখে আছে, তাই তাদের সেই ঘরের কথা মনে পড়ছে। কারওকেই এই সিঁড়ির চিত্র বোঝানোটা খুবই কার্যকরী হবে। সিঁড়ির সামনে গিয়ে বসলেই বুদ্ধিতে আসবে- আমরা ভারতবাসীরাই ৮৪ জন্ম পেয়ে থাকি। এই ৮৪ জন্মের ব্যাপারটাই ভালভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে। আর সেই হিসাবকে ধরেই বোঝাতে হবে, যারা আধা কল্প বাদে আসে, অবশ্যই তাদের কম বার জন্ম হবে। সমস্ত দিনই এই সব জ্ঞানের কথাই যেন সর্বদা বুদ্ধিতে নির্গত হতে থাকে। সত্যযুগ ত্রেতাতে মানুষেরা থাকে সম্পূর্ণ নির্বিকারী ও পূজ্য। আবার তারাই পরে বিকারী পুজারী হয়। এই বিকারী হবার কারণ হলো, তারা নিজেদের হিন্দু বলা ও ভাবার কারণে। অন্য কোনও ধর্মের লোকেরা, তারা নিজেদের ধর্মের নাম বদলায় না। কেবল হিন্দুরাই এই পরিবর্তন ঘটিয়েছে। বাচ্চারা, এই জ্ঞান তোমরা কেবল এখনই পাচ্ছো। জ্ঞান-সাগর বাবা স্বয়ং তোমাদের এই জ্ঞান বিতরণ করছেন। বাচ্চারা, সিঁড়ির চিত্রের উপর তোমাদেরকে অনেক বেশী করে মনোযোগ করতে হবে। যদি সাধারণ কেউ এখানে এসে বসে, তার বুদ্ধিতেও সে যেন তার সবকিছুই স্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারে। তোমার বুদ্ধিতে যেন সেই ভাবনা সারা রাত ধরেই চলতে থাকে যে, ৮৪ জন্মের চক্রকে কি ভাবে বোঝানো যায় অন্যদেরকে। (দ্বিতীয়) অর্দ্ধেক কল্প চলে রাবণের রাজত্ব। যারা প্রথম অর্দ্ধেক কল্প রাজত্বের পরে এখানে আসে, তারা এই জ্ঞান ধারণে আগ্রহী হয় না। যারা সত্যযুগ ত্রেতাতে এসেছে, কেবল তারাই এই জ্ঞান নিতে আগ্রহী হবে। আগামীতে যাদের সত্যযুগ ত্রেতাতে আসার আগ্রহ নেই, তাদের এই জ্ঞান লাভের আগ্রহই থাকবে না। বর্তমানে ভারতের কত বিশাল জনসংখ্যা। কিন্তু সত্যযুগ ত্রেতাতে তো কেবল একটি করে পুত্র ও একটি করে কন্যা হয়ে থাকে। পরে এই ধারার জটিলতা শুরু হয়। কিন্তু তবুও তারা তখন বিকারী অবস্থায় আসে না। তা হয় রাবণ রাজ্য শুরু হলে অর্থাৎ দ্বাপর থেকে। কিন্তু ত্রেতাতে ১৬ কলার ২ কলা কম হবার দরুন পবিত্রতার শক্তি কিছু অংশে কমে যায় অবশ্য। এই রামরাজ্য আর রাবণরাজ্যের ব্যাপারটাই কেউ বুঝতে পারে না। যারা রাজ্য-অধিকারীর পদ পেতে ইচ্ছুক, তারা খুব মনোযোগ সহকারে এই জ্ঞানের পাঠ অবশ্যই নেবে। তাদের আগ্রহ থাকবে অন্যদের কল্যাণ সাধন করা। কিন্তু যাদের ভাগ্যে তা নেই, তাদের সেই চেষ্টা বা পুরুষার্থের আগ্রহই আসে না। আর যারা ধারণাযুক্ত হতে পারে, বাবা কেবল তাদেরকেই সেবার নিমিত্তে এদিক-ওদিক পাঠান। যার এই সেবার প্রতি আগ্রহ থাকে, সে রাত-দিন সেবাতেই ব্যস্ত থাকে। সিঁড়ির রহস্যকে কেউ জানতে পারলে, তার খুশীর পারদও চড়তে থাকে ক্রমে ক্রমে। বাবা তো জ্ঞানের সাগর- আর আমরা বাচ্চারা হলাম তার নদী। অতএব তার প্রমাণ আমাদের তো দেখাতেই হবে। দিন-প্রতিদিন এই জ্ঞানের পাঠশালার বৃদ্ধি তো হতেই থাকবে। তাই রাজধানীর স্থাপনা তো হতেই হবে। সিঁড়ির চিত্রে তো তা দেখানোই হয়েছে, সত্যযুগ অর্থাৎ শ্রেষ্টাচারী পবিত্র-পাবন ভারত- যা এখন পতিত ও ভ্রষ্টাচারী হয়ে দুর্গতির ভারতে পরিণত হয়েছে। সবারই এই দুর্গতির কারণে বাবাকে এসে তার সদগতি করতে হয়। যদিও এদের মধ্যে কোনও কোনও আত্মা ভালো থাকে, কিন্তু খারাপ আত্মাই বেশী থাকে। ধার্মিক লোকেরা বেশী পাপ-কর্ম করে না। কিন্তু বেশ্যারা ইত্যাদিরা খুবই পাপ-কর্ম করে থাকে। তাই তো বর্তমানের জগৎটা বেশ্যালয়-আর সত্যযুগ হলো শিবালয়। যার স্থাপনা স্বয়ং শিববাবা করান। তাকে আবার কৃষ্ণপুরীও বলা হয়। অর্থাৎ কৃষ্ণালয় বলা যায় (যা কৃষ্ণের মন্দির)। অবশ্য যদিও তারও স্থাপনা করান শিববাবা। তাই এই সিঁড়ির চিত্র খুবই দরকার। এটার উপরে খুবই মনোযোগ দেওয়া দরকার। এই সিঁড়ির চিত্র দেখা

মাত্রই যেন সম্পূর্ণ ৮৪ জন্মের চক্র বুদ্ধিতে চলে আসে। অবশ্য তা বুঝতে মনের ভিতরে খুব শুদ্ধতা থাকতে হবে। শিববাবার সাথে যোগের সংযোগ থাকলে, তবেই সেই নেশার পারদ চড়বে এবং উচ্চ পদের প্রাপ্তিও হবে। কিন্তু এ রকম কখনই বলা উচিত নয় যে, আমি তো ততটাই পাবো - যতটা আমার ভাগ্যে আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি .....। সেবার প্রতি আগ্রহ তো অবশ্যই থাকতে হবে। শরীরের তো কোনও ভরসা নেই। আগামীতে প্রাকৃতিক দুর্যোগও খুব ভয়ঙ্কর আকারে আসতে থাকবে, তখন তো তোমাকে খালি হাতেই যেতে হবে। যেমন বড় ভূমিকম্পে তো লাখ-লাখ লোকের মৃত্যু ঘটে- তাকে তো ভয় পেতেই হবে। তাই যোগের যাত্রায় নিজেকে সতোপ্রধান বানিয়ে, অন্যদেরও সতোপ্রধান বানাতে হবে। ধন দিয়ে ধন না খুটে -(জ্ঞানরূপী ধন-রত্ন দান করলে তা কমে না। বরঞ্চ তা যতই দান করা যায় ততই বাড়তে থাকে)... তাই এই প্রয়াস চালিয়ে যেতে হয়। বাবা তো তা বুঝিয়েই বলেন, "আগামী ২১ জন্মের জন্য নিজের পায়ে দাঁড়াতে (স্বাবলম্বী) হয়- অতএব রীতি-নীতি অনুসারে খুব ভালো করে পুরুষার্থ করো।" এটাই তো পুরুষার্থ করার উপযুক্ত সময়। দুনিয়ার অন্যদের তো এটাই জানা নেই যে, ২১ জন্মের রাজ্য-ভাগ্যের অধিকার কিভাবে পাওয়া যায়। এই সিঁড়ির চিত্র ধরেই তোমরা খুব সহজ ভাবেই বোঝাতে পারবে - কিভাবে চলে ৮৪ জন্মের চক্র। তার (চিত্রের) উপরে তো লেখাই আছে, শিব ভগবান উবাচঃ, নিরাকার পতিত-পাবন জ্ঞানের সাগর তা বুঝিয়ে থাকেন। যাদের তা বোঝানো হবে, তারপর তারাও তা আবার অন্যদেরকে বোঝাবে। বাচ্চারা, তোমারা এখন বিশাল ধন-সম্পদ নেবার খাজানার হদিশ পেয়েছো- তা তো নেওয়াই উচিত। উচ্চ পদের অধিকারীও হওয়া উচিত। যেহেতু এটা গৃহস্থালীর প্রবৃত্তি-মার্গের জ্ঞান। যখন একই পরিবারের একজন এই জ্ঞানের পথে চলে কিন্তু অন্যেরা যখন সেই পথে চলে না, সেখানে তো দ্বন্দ্ব-বিরোধ চলতেই থাকবে। এই অভিনবত্বের অঙ্কুরোদ্গম তো হতেই হবে। এই রহস্যটাকেও খুব ভালভাবে জানতে হবে - আমরা পূজ্য থেকে পুজারী হলাম কিভাবে। "যে সব চাইতে বেশী পূজ্য-পাবন হয়, সে আবার সব চেয়ে বেশী পতিত হয়ে যায়। তারই অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে আমি (শিববাবা) তার শরীরে প্রবেশ করি। যেহেতু সবাই তখন পতিত থাকে।" বাবার সাথে সাথে দাদাও (ব্রহ্মাবাবা) তা বোঝাতে থাকেন। তার সাথে আবার দাদীরাও বোঝান। ভাই-বোনেদের সবারই এই একই কাজ। গৃহস্থ ব্যাবহারে থেকেই তাদেরকে পদ্মফুলের মতন পবিত্রও থাকতে হবে, এমনটা হলেই তারা খুব তীব্র গতিতে এগোতে পারবে। যারা কাঁটার জঙ্গলের মতন সংসারে থেকেও সেবা চালিয়ে যায়, তাদের অনেক বেশী ফল প্রাপ্তি হয়। গৃহস্থ ব্যাবহারে থেকেও যারা খুব ভাল সেবা করে, সেই সেবায় তারা আনন্দও বেশী পায়। যেহেতু শিববাবা তাদের সাহায্য করেন তখন। আর তিনি তখন বলবেন, আচ্ছা এখন এই সেবা-কার্য ছেড়ে অমুক অমুক জায়গায় গিয়ে এইসব সেবা করে আসো। এ যেন প্রোজেক্টর শো দেখাবার জন্য নিমন্ত্রণ পাওয়ার মত আনন্দ। সাথে ৪/৫-টি মুখ্য চিত্রও নিয়ে যাবে। যেখানে গিয়ে সেবা করবে। যারা সেবার কার্যে উৎসাহ পায়, তারা বলবে, আচ্ছা, আমরা গিয়ে তাদেরকে খুব ভালোভাবেই বুঝিয়ে আসবো। ওখানে সেন্টার খোলাতেও পারো তোমরা। এই ধরণের নিমন্ত্রণ তো কতই পাওয়া যায়। এই ভাবেই তো সেবার বিস্তার হতে থাকবে। তখন বাবাও তোমাদের কত প্রশংসা করবেন। বলবেন, অমুক বাচ্চা কত সুন্দর সেবা করে। আবার এমনও কেউ কেউ আছে, যারা সেবার নাম শুনলেই তিন-ক্রোশ দূরে পালিয়ে যায়। সেবা করার উৎসাহ থাকলে, বাবা তাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেন। যতই বাবার সেবা করবে, তোমাদের শক্তিও তত বৃদ্ধি পেতে থাকবে আর আয়ুও বাড়বে। খুশীর পারদও চড়তে থাকবে। সবার কাছে খুব নাম-ডাকও হবে। সেবা-পুরুষার্থের দ্বারা এত উচ্চ-স্তরের হতে পারলে সেভাবেই অনেক বেশী পুরুষার্থই করা উচিত। হাব-ভাব, চাল-চলনেই তা বুঝতে পারা যায়,

কার কি রকম সেবার আগ্রহ আছে। রাত-দিন নিজের সেই অর্জনের কথাই ভাবতে হবে। এ যে খুব বড় সম্পদ অর্জনের আয়। মাঝে মধ্যে কখনও কখনও বাচ্চাদের কথা ভেবে বাবা তাদের সতেজতা ও আনন্দ প্রদানের ব্যাবস্থাও করেন -যেভাবে বাচ্চারা খুশীতে থাকবে। সেবাধারী বাচ্চাদেরকে সর্বদাই স্মরণ করেন বাবা। জ্ঞানের বিচার সাগর মন্থনের নৃত্য খুব ভালো হয় অমৃত বেলায়। যার যে কাজ, সে সেই কাজেই মন দেয়। সকাল বেলাতেই জ্ঞানের বিচার সাগর মন্থনের উপযুক্ত সময়। সর্বাগ্রে মুরলীর ভাবার্থকে খুব ভালভাবে ধারণ করতে হবে বাচ্চাদেরকে। পুনঃ-পুনঃ অধ্যায়ন করার পরেই ক্লাসে মুরলী পাঠ করা উচিত। পূর্বে তো বাবা রাত দুটোর সময় উঠেই তা লিখতেন, তারপর সকালে ক্লাসে মাম্মা সেই মুরলীই পাঠ করতেন। এমন যদি কখনও হয়, তোমাদের হাতে কোনও মুরলী নাও থাকে, তবুও ক্লাসে খুব ভালভাবেই মুরলী শোনাতে হবে। যে যে বাচ্চাদের মুরলী পঠন-পাঠনে আগ্রহ আর তার উপরে চিন্তন করার অভ্যাস থাকে, তার আনন্দে তারা সেই সেবা চালাতেই থাকে। মুরলীর কথা উঠলেই তারা তখন সতেজ হয়ে ওঠে। ভবিষ্যতে এই মুরলীর মুদ্রন খুব তীব্র গতিতেই চলবে। টেপ রেকর্ডের কর্ম-কুশলতা ও তার সংখ্যাও অনেক বেড়ে যাবে। এই মুরলী বিদেশ ও বিলেতেও যাবে। কারও বুদ্ধিতে যদি একবার তা স্থান করে নেয়, সে মুরলীর প্রতি খুবই আসক্ত হয়ে পড়বে। উঠতে-বসতে ৮৪ জন্মের চক্রকে কেবল ভাবতে থাকবে বুদ্ধির দ্বারা। এত সত্ত্বেও কিন্তু কোনও কোনও বাচ্চার বুদ্ধিতে কিছুই টেঁকে না। তাই তাদের খুশীর পারদও উপরে ওঠে না।

তোমাদের তো সারাদিনই এই সেবা কাজের মধ্যেই থাকা উচিত। সব কাজের মধ্যে শ্রেষ্ট, সর্ব্বোচ্চ কর্ম এটা। এই বাবাকে আবার ব্যাপারীও বলা হয়ে থাকে। ইনি অবিনাশী জ্ঞান-রত্নের ব্যাপার করেন, যা কোনও সাধারণ ব্যবসা নয়, অন্যেরা তা পারেই না। সারাদিন বুদ্ধিতে এগুলিই ঘোরা উচিত আর আনন্দ-খুশীতে থাকা উচিত। এই খুশী এমনই যা ভিতর থেকে আসে। আত্মা এই খুশী অনুভব করে - আঃ হাঃ বাবাকে পেয়েছি। বেহদের বাবা ৮৪ জন্ম-চক্রের ইতিবৃত্তের কাহিনী জানিয়েছেন। তাই বাচ্চারা বাবার আর শিক্ষকের প্রতি কৃতজ্ঞতা অবশ্যই জানাবে। শিক্ষকের সহায়তাতেই তো ছাত্ররা পাশ হয়ে উত্তীর্ণ হয়। তখন তারা শিক্ষককে সন্মানিত করে উপহার দিয়ে থাকে। আর এক্ষেত্রে তোমরা বাচ্চারা তো জানোই, বাবা আমাদের এত উঁচু স্তরের পাঠ পড়ান। যার দ্বারা জগৎ বিশ্বের মালিকে পরিণত হতে পারো। অথচ এই পাঠ কিন্তু অতীব সহজ ও সরল। কিন্তু তবুও কোনও কোনও বাচ্চা সে বিসয়ে মনোযোগ দেয় না। এক নম্বর হল জ্ঞানের পাঠ। এসব বুঝতে পারলে কারুণের অঢেল সম্পদ পাওয়া যায় ভবিষ্যতে। সত্যি, কি আশ্চর্যের এটা। প্রত্যেক বাচ্চাই নিজে নিজেরটা বুঝতে পারে সে কোন স্তরে গিয়ে পৌঁছবে। এর সবকিছুই নির্ভর করে, তার সেবার উপর। বাবা তো চায়, তৃতীয় স্তর থেকে বেরিয়ে এসে প্রথম স্তরে আসো। তবেই তো একটু ভাল পদের অধিকারী হতে পারবে। এই পরীক্ষায় পুরো ২১ জন্মের ফল পাওয়া যায়। তাই তো বাবার এত করুণা আসে, যখন তোমরা সেই অমূল্য সময়ের অপচয় করো। বাবা জানান, অবিনাশী নাটকের চিত্রনাট্য অনুসারে ওঁনাকে তো আসতেই হয় সদ্গতি করার জন্য। বর্তমানের এই দুনিয়াটা তো কেবলই দুর্গতির। যদি কারওকে প্রশ্ন করো -- তুমি কি দুর্গতিতে আছো ? তখন সে উত্তরে জানাবে-- এই দুনিয়াটাই আমার স্বর্গ-রাজ্য। আমি তো স্বর্গ সুখের মধ্যেই আছি। কিন্তু তাদের বুদ্ধিতে এটাও আসে না যে, প্রকৃত অর্থে স্বর্গ বলা হয় সত্যযুগকে। এত বড় বড় পন্ডিত, বিদ্বানেরা তো আছেন, কারও-ই বুদ্ধিতে এটা ঢোকে না যে, এই যে বর্তমানের এত পুরোনো দুনিয়া এটা, তা যে পুরানো লোহার মতন কালচে হয়ে আছে। তারা কেবল তাদের ঔদ্ধত্য নিয়েই বসে থাকে। সত্যি,

ভক্তি-মার্গের কতই না জোর। ভক্তি-মার্গে কতই না জাঁক-জমক। কুম্ভের মেলায় তো কত লাখ লাখ মানুষ আসে। সেটাই সব চাইতে বড় জাঁক-জমকের নিদর্শণ ভক্তি-মার্গের। মায়া তোমাদেরকে ওর দিক থেকে এদিকে আসতেই দেয় না। বরং সে কেবল ইঁদুরের মতন ফুঁকে ফুকেঁ অবশ করে দিয়ে সব রক্ত চুষে নেয়। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি তাদের মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমনের স্মরণ ও ভালবাসা আর সুপ্রভাত। রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার জানাচ্ছেন তাদের অতি প্রিয় রুহানী বাবা।

ধারণার জন্য মুখ্য সার

১) খুব ভোরবেলায় উঠে জ্ঞানের বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। মুরলী পাঠের পর, তার বিষয়গুলির উপর চিন্তন করে ধারণা করতে হবে। অবিনাশী জ্ঞান-রত্নের বিতরণ করতে হবে।

২) সেবা-কার্যের প্রতি খুব বেশী আগ্রহ রাখতে হবে। মানুষের শরীরের কোনও ভরসা নেই, তাই আগামী ২১ জন্মের এই বিশেষ রোজগার এখনই জমা করতে হবে।

বরদান :- ক্ষমার দৃষ্টি দ্বারা ঘৃণার দৃষ্টিকে সমাপ্ত করতে পারার মতন জ্ঞানবান হও।

যে বাচ্চারা একে অন্যের সংস্কারকে জেনে, নিজের সংস্কারের পরিবর্তনে লেগে থাকে, কখনও একথা ভাবে না যে, অপরজন তো ঐ প্রকৃতিরই -- তাকেই প্রকৃত জ্ঞানী বলা যাবে। সে কেবল নিজেরটাই ভাববে আর নির্বিঘ্নে থাকবে। তাদের নিজের সংস্কারগুলি বাবার মতন ক্ষমাশীল মনের হয়। ক্ষমার দৃষ্টি, ঘৃণার দৃষ্টিকে দূর করতে পারে। এই ধরনের ক্ষমাশীল বাচ্চারা কখনও নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটি করে না। আর সে বাবার সুপুত্র হয়ে তা প্রমাণ করেও দেখায়।

স্লোগান :- সদা পরমাত্ম চিন্তনে ব্যস্ত থাকতে পারলেই সে নিশ্চিন্ত বাদশাহ হয়, তার আর অন্য কোনও প্রকারের চিন্তা আসতেই পারে না।